জীবন বিমা
Life Insurance

ইউনিট ১১

ভূমিকা

কখনো কখনো লক্ষ্য করবেন, যাত্রীবাহী বাসে লেখা থাকে - "সময়ের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি"। এর অর্থ কি? এর অর্থ হলো, রাস্তায় চলার পথে ঝুঁকি নিবেন না। তবে এ কথা সত্য যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঝুঁকি জড়িত। তাই আমরা সকলেই সর্বদা জীবন রক্ষায় সচেষ্ট থাকি। মানুষ হিসেবে আমরা প্রতিনিয়তই বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে নিপতিত হই। তাই মানুষ এ সকল অপ্রত্যাশিত ঝুঁকিকে এড়ানোর জন্য জীবনবিমার দ্বারস্থ হয়। এ ইউনিটে জীবনবিমার উপাদান, বিমাপত্র, প্রিমিয়ামের হার নির্ধারণ, দাবীপূরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। আসুন, পাঠগুলো শেষ করি এবং বিষয়গুলো জেনে নিই।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১১.১ : জীবনবিমার ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিভাগ
পাঠ-১১.২ : চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া
পাঠ-১১.৩ : দাবী আদায় পদ্ধতি
পাঠ-১১.৪ : প্রিমিয়াম, বোনাস ও বার্ষিকবৃত্তি
পাঠ-১১.৫ : সমর্পণ মূল্য, পুনঃবিমা ও দ্বৈতবিমা

মুখ্য শব্দমালা	জীবনবিমার চুক্তি, দাবী আদায় পদ্ধতি, প্রিমিয়াম, বোনাস ও বার্ষিকবৃত্তি, সমর্পণ মূল্য, পুনঃবিমা ও দ্বৈতবিমা

পাঠ-১১.১ জীবনবিমার ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিভাগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জীবনবিমার সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন;
- জীবনবিমার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- জীবনবিমার শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।

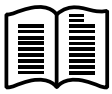

জীবনবিমার ধারণা

জীবনবিমা মানুষের জীবনে বিদ্যমান অনিশ্চয়তার একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এ বিমাটি জীবনের উপর আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার একটি প্রাপ্তির আগাম অঙ্গীকার। বিমা কোম্পানি প্রিমিয়াম লাভের বিনিময়ে এ ঝুঁকি গ্রহণ করে। জীবনবিমার মেয়াদ শেষে বীমাগ্রহীতা নিজে অথবা মেয়াদের মধ্যে মারা গেলে চুক্তি অনুযায়ী নমিনি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকে। জীবনবিমার প্রসার আমাদের দেশে তেমন ঘটেনি। তবে পশ্চিমা বিশ্বে জীবনবিমার প্রচলন খুব বেশি। বিমা বিষয়ের অন্যতম লেখক এম. এন. মিশ্র-এর মতে, "জীবনবিমা চুক্তি হলো এমন একটি চুক্তি যেখানে সালামী পরিশোধের প্রতিদানে বিমাকারী বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করে।" সুতরাং বলা যায়, জীবনবিমা হলো বিমাগ্রহীতা ও বিমা কোম্পানির মধ্যে এমন একটি চুক্তি যা এক পক্ষ নির্দিষ্ট পরিমাণ সালামী গ্রহণের বিনিময়ে অপর পক্ষকে তার মৃত্যুতে বা মেয়াদ শেষে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার করে। জীবনবিমার সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে কতিপয় বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। তা'হলে আসুন, সেগুলো সম্পর্কে জেনে নিই।

জীবনবিমার বৈশিষ্ট্য

১. চুক্তি (Formal Contract) : বিমা চুক্তি একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি। এটি লিখিত হতে হবে এবং এতে উভয় পক্ষের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

২. বিষয়বস্তু (Subject-Matter): জীবনবিমার বিষয়বস্তু হলো নিজ জীবন ও অন্যদের জীবন, যাদের সাথে বিমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান থাকে।

৩. উদ্দেশ্য (Objective): জীবনবিমা চুক্তি বিমাগ্রহীতার জীবনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আর্থিক ক্ষতির নিশ্চয়তা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি মাত্র। প্রিমিয়ামের বিনিময়ে আর মেয়াদান্তে লাভসহ বিনিয়োগের টাকা ফেরত পায়। তাই জীবনবিমার অপর উদ্দেশ্য হলো সঠিক ও লাভজনক বিনিয়োগ করা।

৪. চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের চুক্তি (Cotract of Good Faith): বিমা চুক্তি একটি চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের চুক্তি। জীবনবিমা করার সময় উভয় পক্ষ থেকে কোন প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন করা যাবে না। সঠিক ও নির্ভুল তথ্য প্রদান না করলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়।

৫. প্রস্তাবের স্বীকৃতি (Acceptance of Offer): বিমা কোম্পানির মূদ্রিত চুক্তির পর কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করার সুযোগ থাকে না। এটি একটি শর্তানুগ চুক্তি (Contract of adhesion)। বিমাকারী ফর্মে স্বাক্ষর করার সাথে সাথে স্বীকৃত বলে গণ্য হবে। যে কারণে বিমা গ্রহীতাকে তা পড়ে বুঝে স্বাক্ষর করতে হবে।

৬. দাবীর পরিমাণ (Amount of Claim): চুক্তিতে উল্লিখিত টাকা কোন বিমাগ্রহীতার মৃত্যু বা মেয়াদ শেষ হলে পাওয়া যায়।

৭. একতরফা চুক্তি (One-sided Contract): বিমাগ্রহীতা যখন প্রিমিয়াম দেয় তখন শুধু বিমাগ্রহীতাই তাঁর দায়িত্ব পালন করতে থাকে, আর বিমাকারী প্রিমিয়াম ভোগ করতে থাকে। অন্য দিকে, বিমার প্রিমিয়াম দেওয়া শেষ হলে বা বিমাগ্রহীতার মৃত্যু হলে কোম্পানি তখন বিমার দাবী পরিশোধের দায়িত্ব পালন করে। তখন বিমাগ্রহীতা বিমার দাবী ভোগ করে। তাই বিমা চুক্তিকে একতরফা চুক্তি বলে।

৮. পূর্ণাঙ্গ চুক্তি : জীবনবিমা চুক্তি আংশিকভাবে পালন করা যায় না। কোম্পানি দায় গ্রহণ করলে বিমার দায় পুরোপুরি পরিশোধ করতে হবে। বিমা কোম্পানি যদি দায় গ্রহণ না করে, তাহলে প্রিমিয়াম পুরোটাই ফেরত দিতে হবে।

জানা হলো জীবনবিমা চুক্তির বৈশিষ্ট্য। এবার আসুন, জীবনবিমার শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আলোচনা করি।

জীবন বিমার শ্রেণিবিন্যাস

ক. বিমাপত্রের মেয়াদভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ : মেয়াদের ভিত্তিতে জীবনবিমাপত্র চার ধরনের, যেমনঃ ১। আজীবন বিমাপত্র, ২। সাময়িক বিমাপত্র, ৩। মেয়াদী বিমাপত্র ও ৪। উত্তরজীবী বিমাপত্র।

১. আজীবন বিমাপত্র (Whole Life Policy): এ বিমাপত্রে বিমাকৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে থাকে। তাঁর মৃত্যুর পর পোষ্যরা এর সুবিধা পায়। যেমন, একক কিস্তি সম্পন্ন আজীবন বিমাপত্র, অবিরাম কিস্তি সম্পন্ন আজীবন বিমাপত্র এবং সীমিত কিস্তি সম্পন্ন আজীবন বিমাপত্র।

২. সাময়িক বিমাপত্র (Term Policy): এ ধরনের বিমাপত্র ২ মাস থেকে ৭ বৎসর পর্যন্ত সময়ের জন্য হতে পারে। এর প্রচলন সবচেয়ে বেশি। বিমা সময়ের মধ্যে মারা গেলে বিমার দাবী পরিশোধ করা হয়; অন্যথায় কিছুই পরিশোধ করা হয় না। মেয়াদী বিমার ক্ষেত্রে, মেয়াদকাল পর্যন্ত অথবা মৃত্যু পর্যন্ত (যা আগে ঘটে) বিমার কিস্তি পরিশোধ করতে হয়। সাময়িক বিমাপত্রকে আবার কয়েকটি উপ-বিভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

i. অস্থায়ী সাময়িক বিমাপত্র (Temporary Term Policy): এ বিমাপত্র ২ বছরের জন্য ইস্যু করা হয়। এতে একটি মাত্র কিস্তি পরিশোধ করতে হয়। এ সময় বিমাকারী মারা গেলেই মাত্র বিমার দাবী পরিশোধ করা হয়; অন্যথায় নয়। তবে, এ বিমা পলিসি অন্য একটি বিমায় রূপান্তর করা যায়। এ বিমার ক্ষেত্রে ডাক্তারি পরীক্ষা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ii. নবায়নযোগ্য সাময়িক বিমাপত্র (Renewable Term Policy): এ ধরনের বিমাপত্র মেয়াদ শেষে নবায়ন করার জন্য ডাক্তারী পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। তবে, এক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের কিস্তির পরিমাণ বয়স অনুসারে পরিবর্তন করে দেয়া হয়। বিমাকৃত ব্যক্তি ৫৫ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত একাধিকবার নবায়ন করতে পারেন।

৩. মেয়াদী বিমা (Endowment Policy): দীর্ঘ মেয়াদের জন্য যে জীবনবিমা করা হয়, তাকে মেয়াদি বিমা বলে। নিচে নানা ধরনের মেয়াদের বিমার বিবরণ দেওয়া হলো:

ক. বিশুদ্ধ মেয়াদী বিমাপত্র (Pure Endowment Policy): এ ধরনের বিমাপত্রে বিমাকৃত ব্যক্তি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকলেই মাত্র বিমার দাবী পূরণ করা হয়। আর বিমার মেয়াদের মধ্যে মারা গেলে বিমার দাবী পূরণ করা হয় না।

খ. সাধারণ মেয়াদী বিমাপত্র (Ordinary Endowment policy): সাধারণ মেয়াদী বিমাপত্রে চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী বিমা সময়কালের মধ্যে মারা গেলে তাঁর নমিনিকে অথবা বেঁচে থাকলে বিমা গ্রহীতাকে বিমা দাবীর অর্থ পরিশোধ করা হয়। এ বিমার দ্বারা বিমাকারী বৃদ্ধ বয়সে নিজের ও পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করে।

গ. যৌথ-জীবন মেয়াদী বিমাপত্র (Joint Life Endowment Policy): এ বিমাপত্রে একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকে। এ ধরনের বিমাতে বিমার মেয়াদ শেষ বা যেকোন একজন বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু হলে বিমার দাবী পরিশোধ করা হয় এবং বিমাপত্রের মেয়াদ পর্যন্ত অথবা যেকোনো একজন বিমাগ্রহীতার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বিমা কিস্তি প্রদান করতে হবে।

ঘ. শিক্ষা বৃত্তি বিমাপত্র (Educational Endowment Policy): এ বিমাপত্রটির ক্ষেত্রে সন্তানদের ভবিষ্যতের শিক্ষার খরচ যোগানের নিমিত্তে পিতামাতা সন্তানের নামে বিমাপত্র গ্রহণ করেন। আর যার কল্যাণের জন্য বিমাপত্র নেওয়া হয়

তাকে সুবিধাগ্রহীতা বা বৃত্তিপ্রাপক বলা হয়। বিমার দাবী একত্রে প্রদান না করে ৫ বৎসর ব্যাপী সমান হারে অর্ধ বার্ষিক কিস্তিতে বিমাকৃত অর্থ প্রদান করা হয়।

খ) বিমাগ্রহীতার সংখ্যা অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ: বিমাকারীর সংখ্যা অনুযায়ী বিমাপত্রের শ্রেণিবিভাগ নিচে প্রদান করা হলো:

i. একক জীবন বিমাপত্র (Single Life Policy): এ বিমাপত্রে মাত্র একজন বিমাকারী ব্যক্তি থাকেন।

ii. যৌথ জীবন বিমাপত্র (Joint Life Policy): যে বিমাপত্রে দুই বা ততধিক ব্যক্তি একত্রে বিমাপত্র গ্রহণ করে, তাকে যৌথ বিমাপত্র বলে। যে কোন একজন বিমাকারীর মৃত্যু হলেই বিমাকৃত অর্থ প্রদান করা হয়। যৌথ জীবনবিমাপত্র সাধারণত দম্পত্তি ও অংশীদারদের জন্য বেশি প্রযোজ্য।

iii. গোষ্ঠী জীবন বিমাপত্র (Group Life Insurance Policy) : কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদেরকে একটি বিমা চুক্তির অধীনে বিমা করা হয়, তকে গোষ্ঠী বিমাপত্র বলে। কোন কর্মচারী তার চাকুরী জীবনে মারা গেলে বিমাকৃত টাকা পায়, নতুবা কোন অর্থ পায় না।

শিক্ষার্থীর কাজ	জীবনবিমার বৈশিষ্ট্য খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

জীবনবিমা মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অনিশ্চয়তার একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। বিমা প্রতিষ্ঠান প্রিমিয়াম লাভের বিনিময়ে এ ঝুঁকি গ্রহণ করে। জীবন বিমার মেয়াদ শেষে অথবা মেয়াদের মধ্যে মারা গেলে চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকে। শিক্ষা বিমার ক্ষেত্রে বিমাপত্রটি সন্তানদের শিক্ষার জন্য অর্থ যোগানের নিমিত্তে পিতা বা কোন অভিভাবক তাঁর নামে বিমাপত্র গ্রহণ করেন। যৌথ বিমাপত্রে একই বিমার অধীন একাধিক ব্যক্তি বিমা গ্রহণ করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ (√) চিহ্ন দিন।

১. কোনটি জীবনবিমার সাথে সম্পৃক্ত নয়?
   ক. নিশ্চয়তার চুক্তি খ. ক্ষতিপূরণের চুক্তি
   গ. বিমাযোগ্য স্বার্থ ঘ. সমর্পণ মূল্য

২. জীবনবিমায় বিমাগ্রহীতার মৃত্যুঝুঁকি কিসের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়?
   ক. শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন খ. স্বাস্থ্য সচেতন
   গ. মৃত্যুহার পঞ্জি ঘ. খাদ্যাভাস

৩. বিমা গ্রহীতা বিমাকারীকে যা পরিশোধ করে তাকে কী বলে?
   ক. ক্ষতিপূরণ খ. বোনাস
   গ. প্রিমিয়াম ঘ. সুদ

৪. কোন বিমা কোম্পানি সংগৃহীত ঝুঁকির সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ যদি অন্য কোন বিমা কোম্পানির কাছে অর্পণ করে তাকে কী বলে?
   ক. দ্বৈত বিমা খ. বোনাস বিমা
   গ. পুন:বিমা ঘ. ডাবল বিমা

৫. বিমা গ্রহীতা কর্তৃক একই বিষয়বস্তু একাধিক বিমা কোম্পানির কাছে বিমা করা হলে তাকে কী বলে?
   ক. পুন:বিমা খ. যৌথ বিমা
   গ. দ্বৈত বিমা ঘ. সামগ্রিক বিমা

পাঠ-১১.২ চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জীবন বিমার চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন;
- জীবন বিমার দাবী আদায় পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

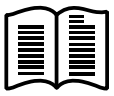

চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া

জীবন বিমার চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া (Contracting procedure of life insurance) ঃ নিচে জীবনবিমার চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো ঃ

১. প্রাথমিক আনুষ্ঠানিকতাসমূহ ঃ প্রথমেই বিমাগ্রহীতাকে বিমা কোম্পানির ছাপানো ফর্ম সংগ্রহ করতে হবে। এটি বিমাপত্রের লিখিত প্রস্তাবনা। এ বিষয়টি সাধারণত পরিবর্তন করা হয় না। এটিকে আবেদনপত্রও বলা হয়।

২. প্রস্তাব দান ঃ বিমা কোম্পানির প্রস্তাবনা ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে বিমা কোম্পানির কাছে জমা দিলেই বিমাগ্রহীতা জীবনবিমা চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করেছেন বলে ধরা হয়। ফরমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, যথা নাম, ঠিকানা, পেশা, বয়স, রোগ, পারিবারিক তথ্যের বিবরণী, ঘোষণা ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। প্রস্তাবনা ফরমের সাথে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট জমা দিতে হয়।

৩. প্রস্তাবনা পত্রের প্রশ্নোত্তর পর্যালোচনা ঃ আবেদনপত্র পূরণ করে জমা দেওয়ার পর প্রস্তাবকের পেশা, বয়স, ডাক্তারী রিপোর্ট, বিমা প্রতিনিধির রিপোর্ট, ব্যক্তিগত ডাক্তারের রিপোর্ট, বন্ধুবান্ধবের রিপোর্ট ইত্যাদি বিষয়গুলো বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হয়।

৪. ডাক্তারী পরীক্ষা ঃ বিমা কোম্পানির ডাক্তার বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত কোন ডাক্তার প্রস্তাবিত বিমাগ্রহীতাকে শারিরীক পরীক্ষা ও প্রশ্ন করে বিমা কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত ফরম পূরণ করে দেন। ডাক্তারী রিপোর্ট সন্তোষজনক হলে বিমা গ্রহণ করা হয়। আর সন্তোষজনক না হলে বিমাপত্র প্রদান করা নাও হতে পারে।

৫. বিমা প্রতিনিধির রিপোর্ট ঃ বিমা কোম্পানি অনেক সময় প্রতিনিধির মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন করে। বিমা প্রতিনিধির মাধ্যমে বিমা চুক্তি গঠন হয়ে থাকলে, সেক্ষেত্রে বিমা প্রতিনিধির প্রতিবেদন পেশ করতে হয়। বিমা প্রতিনিধি বিমাগ্রহীতা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করে। যদি রিপোর্ট ইতিবাচক হয়, তবে বিমাপত্র প্রদান করা হয়।

৬. ব্যক্তিগত চিকিৎসকের প্রতিবেদন ঃ বিমাকারী প্রতিষ্ঠান যদি প্রস্তাবিত বিমাগ্রহীতার স্বাস্থ্য সম্পর্কে আরও জানতে চায় তবে বিমাকারীর ব্যক্তিগত চিকিৎসকের নিকট থেকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। ব্যক্তিগত চিকিৎসকের উত্তর আবেদনকারীর আবেদনপত্র অথবা ডাক্তারী রিপোর্টের সাথে মিলিয়ে ঝুঁকি পর্যালোচনা করে প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জন করা হয়।

৭. প্রস্তাবকারীর বন্ধু-বান্ধবদের মতামত ঃ অনেক সময় বিমা-প্রস্তাবকারীর বন্ধুদের নিকট থেকে তার শারীরিক অবস্থা, অভ্যাস ও জীবনযাত্রা পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে।

৮. প্রস্তাব গ্রহণ ঃ ১ম কিস্তির টাকা পেয়ে বিমাকারী কর্তৃক পাকা রশিদ না দেওয়া পর্যন্ত বিমাকারী প্রস্তাবিত বিমার কোন দায় গ্রহণ করে না। নির্ধারিত তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ১ম কিস্তির টাকা প্রদান না করলে প্রস্তাবকারীকে তার সুস্থতার যথাযথ প্রমাণ দিতে হবে। অন্যথায় বিমাকারী কোন দায় গ্রহণ করবে না। বর্ণিত সময়ের মধ্যে ১ম কিস্তির টাকা প্রদান না করলে ডাক্তারী পরীক্ষার তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্য অবিরাম ভাল স্বাস্থ্যের ঘোষণা পত্র দাখিল করে কিস্তি পরিশোধ করা যায়। অন্যথায় দায় গ্রহণযোগ্য হয় না।

৯. বিমাপত্র প্রদান ঃ বিমাকারী প্রস্তাবকের নিকট থেকে ১ম কিস্তির টাকা পরিশোধের পর বিমাগ্রহীতার নামে বিমাপত্র ইস্যু করে বিমাপত্রটি ডাকে পাঠিয়ে দেয়। এই বিমাপত্রটিই হলো বিমাকারী ও বিমা গ্রহীতার মধ্যে গঠিত ও সম্পাদিত বিমাচুক্তির লিখিত দলিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	

সারসংক্ষেপঃ

জীবন বিমার চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া : প্রাথমিক আনুষ্ঠানিকতাসমূহ, প্রস্তাব দান, প্রস্তাবনা পত্রের প্রশ্নোত্তর পর্যালোচনা, ডাক্তারী পরীক্ষা, বিমা প্রতিনিধির রিপোর্ট, ব্যক্তিগত চিকিৎসকের প্রতিবেদন, প্রস্তাবকারীর বন্ধু-বান্ধবদের মতামত, প্রস্তাব গ্রহণ, বিমাপত্র প্রদান জীবন বিমা চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ (√) চিহ্ন দিন।

১. মেয়াদি বিমাপত্রের সবচেয়ে কম সময় ধরা হয়-

ক. ৫ বছর　　খ. ৭ বছর

গ. ১০ বছর　　ঘ. ১৫ বছর

২. মৃত্যুহার পঞ্জি হলো-

ক. জন প্রতি মৃত্যুহার　　খ. হাজার প্রতি মৃত্যুর হার

গ. বার্ষিক মৃত্যুর হার　　ঘ. বিমাগ্রহীতাদের সংখ্যা

৩. বোনাস কী?

ক. অতিরিক্ত ঝুঁকি গ্রহণ　　খ. বিমার মোট মূল্য

গ. লভ্যাংশ　　ঘ. মুনাফা

৪. প্রিমিয়াম হলো-

ক. বিমা চুক্তির খরচ　　খ. ক্ষতিপূরণ মূল্য

গ. প্রতিদান মূল্য　　ঘ. বিমা মূল্য।

পাঠ-১১.৩ বিমা দাবী আদায় পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিমা দাবী আদায় পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

দাবী আদায় পদ্ধতি

পূর্বের পাঠে আমরা জেনেছি, জীবনবিমা একধরনের চুক্তি। চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে বা চুক্তির মেয়াদে বিমাকারী মারা গেলে বিমাকারী বা তার পোষ্য অর্থ প্রাপ্তির অধিকারী হয়। এটাই মূলত: বিমা দাবি। এবার আসুন, এ দাবী আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে নিই।

বিমার দাবী আদায় পদ্ধতি (Recovery Procedure of Insurance Claim) ঃ জীবনবিমার দাবী আদায় পদ্ধতিকে প্রধানতঃ দু'ভাবে ভাগ করা যায়। যথাঃ

ক) জীবনবিমা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বিমা দাবী আদায় পদ্ধতি ঃ বিমাকৃত ব্যক্তি যে মেয়াদের জন্য বিমা করে সে সময় শেষ হওয়ার পর বিমা দাবী পরিপক্ক হয় ও বিমার দাবী পরিশোধের জন্য বিমাকারীর কাছে দাবী উপস্থাপন করা হয়। বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতার দাবির পর বিমার মোট টাকা বিমাগ্রহীতা বা তার মনোনীত ব্যক্তিকে প্রদান করে।

খ) জীবনবিমা চুক্তির মেয়াদের মধ্যে বিমাগ্রহীতার মৃত্যু হলে বিমাদাবী আদায় পদ্ধতি ঃ বিমাগ্রহীতার বিমার সময়কালে মৃত্যু হলে বিমাগ্রহীতার মনোনীত ব্যক্তি বা বিমাগ্রহীতার উত্তরাধিকারী বিমাদাবী আদায়ের সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সেক্ষেত্রে বিমাকারী কোম্পানির কাছে দলিল বা প্রমাণপত্রসমূহ বিমাদাবী পরিশোধ করার জন্য পেশ করতে হবে।

১. **বিমাগ্রহীতার মৃত্যুর প্রমাণ ঃ** বিমাগ্রহীতার মৃত্যুর প্রমাণপত্রগুলো আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য হবে যদি তা নিম্নরূপ হয়:

i) চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুর সনদপত্র;

ii) ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বা ওয়ার্ড কমিশনার প্রভৃতি কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুর সার্টিফিকেট;

iii) বিমাগ্রহীতার পরিচিত কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যিনি মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন তাঁর প্রদত্ত প্রমাণপত্র;

vi) বিমাগ্রহীতার শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন এমন কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত প্রমাণপত্র।

২. উত্তরাধিকার সনদপত্র ঃ মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকার বিমার দাবী প্রমাণ করার জন্য উত্তরাধিকার সনদ পত্র সংগ্রহ করে বিমাকারীর নিকট জমা দিতে হবে। কে কত অংশ পাবে তারও প্রমাণ হাজির করতে হবে।

দুর্ঘটনা বিমার ক্ষেত্রে বিমা দাবী ঃ দুর্ঘটনার কারণে কোন বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু হলে সাথে সাথে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিমাকারীকে জানাতে হয় এবং সিভিল সার্জনের ময়না তদন্তসহ অন্যান্য প্রমাণপত্র জমা দিয়ে উত্তরাধিকারীরা বিমা দাবী আদায় করতে পারে।

৩. বিমা দাবী পরিশোধ ঃ মৃত্যুর সনদ এবং উত্তরাধিকারী সার্টিফিকেট বিমা কোম্পানির নিকট জমা দিলে সব নিরীক্ষা করার পর সন্তোষজনক হলে মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীদেরকে বিমার অর্থ পরিশোধ করা হয়। সমঝোতার মাধ্যমে নিম্ন উপায়ে বিমার অর্থ পরিশোধ করা যায়:

i) এককালিন পরিশোধ;
ii) সুদসহ কয়েক কিস্তিতে পরিশোধের পর মূল অর্থ এককালীন পরিশোধ;
iii) সম্পূর্ণ অর্থ একটা নির্দিষ্ট সময়ে বার্ষিক সমান কিস্তিতে পরিশোধ; এবং
iv) বিমা দাবীর অর্থ বৃত্তি আকারে পরিশোধ।

শিক্ষার্থীর কাজ	জীবনবিমার দাবি আদায় পদ্ধতি খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে বা চুক্তির মেয়াদে বিমাকারী মারা গেলে বিমাকারী বা তা পোষ্য অর্থ প্রাপ্তির অধিকারী হয়। জীবনবিমা দাবী আদায় পদ্ধতিকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। জীবনবিমা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বিমা দাবী আদায় পদ্ধতি ঃ বিমাকৃত ব্যক্তি যে মেয়াদের জন্য বিমা করে সে সময় শেষ হওয়ার পর বিমা দাবী পরিপক্ক হয় ও বিমার দাবী পরিশোধের জন্য বিমাকারীর কাছে দাবী উপস্থাপন করা হয়। বিমা কোম্পানি বিম গ্রহীতার দাবির পর বিমার মোট টাকা বিমাগ্রহীতা বা তার মনোনীত ব্যক্তিকে প্রদান করে।

জীবনবিমা চুক্তির মেয়াদের মধ্যে বিমা গ্রহীতার মৃত্যু হলে বিমাদাবী আদায় পদ্ধতি ঃ বিমাগ্রহীতার বিমার সময়কালে মৃত্যু হলে উল্লিখিত বিমা গ্রহীতার মনোনীত ব্যক্তি বা বিমাগ্রহীতার উত্তরাধিকারী বিমাদাবী আদায়ের সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ (√) চিহ্ন দিন।

১. বিমা গ্রহীতার মৃত্যুতে কে বিমার অর্থ পাবে?
   ক. স্ত্রী
   খ. উত্তরাধিকার
   গ. পুত্র
   ঘ. মনোনীত ব্যক্তি

২. কোন দেশে প্রথম জীবনবিমা প্রতিষ্ঠান চালু হয়?
   ক. যুক্তরাষ্ট্র
   খ. ফ্রান্স
   গ. যুক্তরাজ্য
   ঘ. ইতালি

৩. নিচের কোনটি ঘটনা সাপেক্ষ চুক্তির আওতাভুক্ত?
   ক. অগ্নি বিমা
   খ. নৌ বিমা
   গ. জীবনবিমা
   ঘ. দূর্ঘটনা বিমা

৪. জীবনবিমা চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়ায় সর্বপ্রথম কোনটি করতে হয়?
   ক. প্রস্তাব প্রদান
   খ. প্রাথমিক আনুষ্ঠানিকতা
   গ. ডাক্তারি পরীক্ষা
   ঘ. প্রস্তাব গ্রহণ

৫. বিমা গ্রহীতার মৃত্যু হলে কেবল যে বিমাদাবি পূরণ করতে হয় তাকে কী বলে?
   ক. মেয়াদি বিমা
   খ. আজীবন বিমা
   গ. জীবন বিমা
   ঘ. শস্য বিমা

৬. জীবন বিমার ক্ষেত্রে দাবি আদায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি?
   ক. বিমাগ্রহীতার বয়স প্রমাণ
   খ. বিমা গ্রহীতার আর্থিক অবস্থা
   গ. বিমাগ্রহীতার শারীরিক অবস্থা
   ঘ. বিমা গ্রহীতার জীবন বৃত্তান্ত

৭. কোন ক্ষতিপূরণের বিমা নয়?
   ক. অগ্নি বিমা
   খ. জীবন বিমা
   গ. সাধারণ বিমা
   ঘ. নৌবিমা

৮. কোনটি জীবন বিমার বৈশিষ্ট্য নয়?
ক. বিমাযোগ্য স্বার্থ
খ. প্রতিস্থাপন
গ. পরম বিশ্বাস
ঘ. প্রিমিয়াম

৯. কখন সমর্পণ মূল্য বলে গণ্য হয়?
ক. মেয়াদ শেষে
খ. মেয়াদের মধ্যে
গ. বিমাকৃতের মৃত্যুতে
ঘ. দুর্ঘটনা ঘটলে

১০. সকল জীবিত বিমাকারি মিলে যে প্রিমিয়াম প্রদান করেন তাকে বলা হয়-
ক. স্বাভাবিক কিস্তি পরিকল্পনা
খ. সমকিস্তি পরিকল্পনা
গ. অসমকিস্তি পরিকল্পনা
ঘ. নিরুপণ পরিকল্পনা

১১. কোনটি জীবন বিমা চুক্তির বৈধ উপাদানের অন্তর্ভুক্ত?
ক. আর্থিক নিশ্চয়তা
খ. বিমাযোগ্য স্বার্থ
গ. সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক
ঘ. স্বাধীন সায়

১২. জীবন বিমাকে কোন ধররেন চুক্তি বলে?
ক. বিশ্বাসের
খ. নিশ্চয়তার
গ. ক্ষতিপূরণের
ঘ. আদর্শের

১৩. জীবনবিমা চুক্তির বৈধ উপাদান হল-
i. প্রস্তাব ও স্বীকৃতি
ii. চুক্তি সম্পাদন যোগ্যতা
iii. একাধিক পক্ষ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

১৪. মেয়াদের ভিত্তিতে জীবন বিমাপত্রের শ্রেণিবিভাগ হল-
i. মেয়াদী বিমাপত্র
ii. এককালীন বিমাপত্র
iii. আজীবন বিমাপত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

১৫. জীবন বিমার প্রিমিয়ামের হার নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয়ের আওতাভুক্ত-
i. বিমাকৃত ব্যক্তির বয়স
ii. বিমাকৃত ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা
iii. বিমাকৃত অর্থের পরিমাণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১১.৪ প্রিমিয়াম, বোনাস ও বার্ষিকবৃত্তি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রিমিয়ামের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- জীবন বিমার প্রিমিয়াম নির্ধারণকারী উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বোনাসের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।
- বোনাসের শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- বার্ষিক বৃত্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- বার্ষিক বৃত্তির শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বার্ষিক বৃত্তি ও জীবন বিমার মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন।

প্রিমিয়াম

বিমার মূল উপাদান হলো প্রিমিয়াম। বিমা গ্রহীতা বিমাকারীকে ঝুঁকি গ্রহণের প্রতিদান হিসেবে কিস্তিভিত্তিক প্রিমিয়াম প্রদান করে। প্রিমিয়াম হলো বিমা চুক্তির এমন একটি অপরিহার্য উপাদান যা বিমাকারীর প্রতিশ্রুতির প্রতিদানস্বরূপ। এ প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণ করার সময় নানা বিষয় বিচার বিবেচনা করতে হয়। তাহলে আসুন, এগুলো জেনে নিই।

জীবনবিমার প্রিমিয়াম নির্ধারণকারী উপাদানসমূহ (Determining Factors of Premium) ঃ জীবন বিমার প্রিমিয়াম নির্ধারণের সময় বিবেচ্যবিষয়গুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. বিমাপত্রের মূল্য ঃ পলিসি বা বিমাপত্রের পরিমাণ বেশি হলে প্রিমিয়াম বেশি হবে, আর দাবীর পরিমাণ কম হলে প্রিমিয়াম কম হবে। এ কারণে পলিসি প্রিমিয়াম নির্ধারণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

২. পলিসির মেয়াদ ঃ পলিসির একটি মেয়াদ থাকে। পলিসি মেয়াদের উপর প্রিমিয়ামের হার নির্ভর করে। মেয়াদ বেশি হলে প্রিমিয়াম কম হবে, আবার মেয়াদ কম হলে প্রিমিয়াম বেশি হবে।

৩. চুক্তির প্রকৃতি ঃ বিমাতে যে যত বেশি সুবিধা গ্রহণ করবে তাকে তত বেশি প্রিমিয়াম দিতে হবে।

৪. বিমায় ঝুঁকির প্রকৃতি ঃ বিমার মাধ্যম ঝুঁকি প্রতিরোধ করা হয়। তাই বিমাকারী যত বেশি ঝুঁকি গ্রহণ করবে, প্রিমিয়ামের পরিমাণও তত বেশি হবে। অন্যদিকে কম ঝুঁকি সম্পন্ন পলিসি গ্রহণ করলে কম প্রিমিয়াম হবে।

বোনাস

বিমা কোম্পানি প্রিমিয়াম থেকে প্রাপ্ত অর্থ অন্যত্র লগ্নি করে মুনাফা অর্জন করে। তাই কোন কোন পলিসিতে বিমা গ্রহীতা বিমা কোম্পানির কাছ থেকে লাভের অংশ পেয়ে থাকে। যখন কোন বিমা কোম্পানি কোন বিমাগ্রহীতাকে তার লাভের অংশ দেয় তাকে বোনাস বলে। সাধারণতঃ বিমা গ্রহীতাদের কাছ থেকে অধিক অর্থ পাওয়ার জন্য বোনাস প্রদান করা হয়ে থাকে। নিচে বিভিন্ন প্রকার বোনাসের বর্ণনা দেওয়া হলো ঃ

১. তাৎক্ষণিক বোনাস ঃ যখন বিমাকারী কোম্পানি মুনাফা ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে মুনাফাযুক্ত পলিসির বিপরীতে বোনাস প্রদান করে, তখন তাকে তাৎক্ষণিক বোনাস বলে।

২. বিলম্বিত বোনাস ঃ যেক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি কোন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিমাগ্রহীতাকে বোনাস প্রদান বন্ধ রেখে ভবিষ্যৎ কোন নির্ধারিত সময়ে বোনাস প্রদান করে, তাকে বিলম্বিত বোনাস বলে।

৩) অন্তবর্তীকালীন বোনাস ঃ অনেক সময় বোনাস ঘোষণা ছাড়াও দু'টি বোনাসের মধ্যবর্তী সময় বিমাকারী যে বোনাস প্রদান করে, তাকে অন্তবর্তীকালীন বোনাস বলে।

৫) টাইম বোনাস ঃ এরূপ পলিসিতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বোনাস প্রদান বন্ধ রাখা হয় এবং উক্ত সময়শেষে বিমাগ্রহীতা বেঁচে থাকলে তাকে বোনাস প্রদান করা হয়। কিন্তু বিমাগ্রহীতার মৃত্যু হলে নোমিনি বা উত্তরাধিকারীদের আর বোনাস প্রদান করা হয় না। এ ধরনের বোনাসকে টাইম বোনাস বলে।

৬) অবদানভিত্তিক বোনাস ঃ বিমাগ্রহীতা প্রিমিয়াম প্রদানের মাধ্যমে বিমা কোম্পানিতে কি পরিমাণ অবদান রাখে তার ভিত্তিতে বোনাস প্রদান করা হয়। সাধারণত: বিমাগ্রহীতাকে সহায়তা করার জন্য এ ধরনের বোনাস দেওয়া হয়। যার অবদান যত বেশি সে ততবেশী বোনাস পাবে, আর অবদান যত কম সে তত কম বোনাস পাবে।

বার্ষিকবৃত্তি

বার্ষিকবৃত্তি হলো বৃত্তিধারীর অবশিষ্ট জীবনের জন্য বা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট সময় পরপর সমপরিমাণের অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা। এ ধরনের ব্যবস্থায় বিমাগ্রহীতা একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রিমিয়াম আকারে বিমা কোম্পানির কাছে জমা করে। এ জমাকৃত অর্থ মেয়াদশেষে একটি বড় আকারের মূলধনে পরিণত হয়। বিমাগ্রহীতার মৃত্যু হলে বা তার বৃদ্ধ বয়সে প্রতিমাসে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিমা কোম্পানি অব্যাহতভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে থাকে। এটাই মূলত: বার্ষিকবৃত্তি বা Annuity. বার্ষিকবৃত্তি সাধারণতঃ বছরে একবার প্রদান করা হয়, তবে বৃত্তিধারীর সুবিধার্থে ষান্মাসিক, ত্রৈমাসিক, এমনকি মাসিক হারেও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। বছরে সমস্থিতিতে দেওয়া হলে তাকে অধিবৃত্তি বলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন ধরনের বার্ষিকবৃত্তি খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

বিমার মূল উপাদান হলো প্রিমিয়াম। বিম গ্রহীতা বিমাকারীকে ঝুঁকি গ্রহণের প্রতিদান হিসেবে প্রিমিয়াম প্রদান করে। কোন বিমার প্রতিদান হিসেবে নিয়মমাফিক যে অর্থ পরিশোধ করা হয় তাকে প্রিমিয়াম বলে। বিমার প্রিমিয়াম নির্ভর করে পলিসিগ্রহীতা কত টাকার বিমাপত্র গ্রহণ করছে তার উপর। পলিসির পরিমাণ বেশি হলে প্রিমিয়াম বেশি হবে, আর পলিসির পরিমাণ কম হলে প্রিমিয়াম কম হবে। পলিসির মেয়াদের উপর প্রিমিয়ামের হার নির্ভর করে। চুক্তির প্রকৃতির উপরও বিমার হার নির্ভর করে। কোম্পানি যদি বিমাগ্রহীতাকে বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ প্রদান করার শর্ত যুক্ত বিমাপত্র প্রদান করে, তবে প্রিমিয়ামের হার অপেক্ষাকৃত বেশি হবে। কোন কোন পলিসিতে বিমাগ্রহীতা বিমা কোম্পানির কাছে থেকে লাভের অংশ পেয়ে থাকে। যখন কোন বিমা কোম্পানি কোন বিমাগ্রহীতাকে তার লাভের অংশ দেয়, তাকে বোনাস বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ (√) দিন।

১. জীবন বিমার ক্ষেত্রে কোন্‌টি প্রযোজ্য?
   ক. এটি ক্ষতিপূরণের চুক্তি
   খ. এ বিমা চুক্তি বারবার নবায়ন করা যায়
   গ. এ বিমার দাবি আদায় নিশ্চিত করে
   ঘ. জীবন ও সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়।

২. কোন্‌টি বার্ষিক অধিবৃত্তি?
   ক. বৎসরে দুইবার প্রিমিয়াম প্রদান করা
   খ. সমকিস্তিতে নির্দিষ্ট সময় পর পর অর্থ প্রদান
   গ. প্রিমিয়ামের হার নির্ধারণের বার্ষিক হিসাব প্রণয়ন
   ঘ. বার্ষিক লাভ নির্দিষ্ট করা

৩. জীবন বিমার ক্ষেত্রে বিমা গ্রহীতাদের বোনাস প্রদান করা হয়, কারণ:
ক. বিমা গ্রহীতাদের অর্থ বৃদ্ধির জন্য
খ. বিমা গ্রহীতাদের আস্থা বৃদ্ধির জন্য
গ. বিমা কোম্পানি বেশি লাভবান হওয়া জন্য
ঘ. বিমা কোম্পানির বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য

৪. জীবন বিমার ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রতিদান হলো:
ক. উভয় পক্ষের মধ্যে বৈধ সম্পর্ক স্থাপন
খ. উপযুক্ত প্রস্তাব অনুসারে স্বীকৃতি প্রদান
গ. বিমাগ্রহীতার প্রিমিয়ামের বিনিময়ে ঝুঁকি গ্রহণ
ঘ. বিমা সংক্রান্ত এক ধরনের লিখিত চুক্তি।

৫. গোষ্ঠী বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি?
ক. ভগ্নস্বাস্থ্যের অধিকারীর জন্য এটি বেশি উপযোগী
খ. বিমাপত্র বাতিল হলেও সমর্পন মূল্য পাওয়া যায়
গ. এটির মাধ্যমে বিশেষভাবে বার্ধক্যের অসুবিধা দূর হয়
ঘ. তালিকাভুক্ত বিমা গ্রহীতা মারা গেলেও এটি চালু থাকে।

৬. প্রিমিয়াম নির্ধারণে স্বাভাবিক কিস্তি নির্ধারণের সীমাবদ্ধতা কোন্‌টি?
ক. মৃত্যু ঝুঁকি নির্ধারণে বয়সের প্রমাণপত্র দাখিলা করা
খ. বিমা গ্রহীতার সমর্পণ মূল্য হ্রাস পাওয়া
গ. বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রিমিয়াম বৃদ্ধি পাবে
ঘ. বয়সক্রম অনুসারে মৃত্যুহার পঞ্জির তালিকাভুক্ত হওয়া

৭. জীবন বিমা চুক্তিতে বিমার অংকের পরিমাণ, ঝুঁকি উদ্ভবের কারণ প্রভৃতি উল্লেখ থাকে কেন?
ক. চুক্তির বিষয়বস্তু উল্লেখ নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক বলে
খ. চুক্তির মনোনয়ন সুবিধার কারণে
গ. বিমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান থাকার কারণে
ঘ. মৃত্যুহার পঞ্জির ওপর নির্ভর করে।

৮. জীবন বিমা চুক্তির উপাদান হল-
i. প্রস্তাব ও স্বীকৃতি
ii. চুক্তি সম্পাদন যোগ্যতা
iii. একাধিক পক্ষ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৯. আজীবন বিমাপত্র বিমা গ্রহীতার কাছে জনপ্রিয়তার কারণ-
i. প্রিমিয়ামের হার কম
ii. বিমাপত্রের টাকা প্রাপ্তি সহজ
iii. বোনাস ও বৃত্তির সুবিধা রয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

১০. কোনটি আজীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-
i. বিমা চুক্তির মেয়াদ আজীবন কাল পর্যন্ত
ii. বিমা চুক্তির মেয়াদ একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত
iii. বিমা চুক্তির মেয়াদ বিমা গ্রহীতার মৃত্যুকাল পর্যন্ত
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

১১. জীবন বিমার প্রিমিয়ামের হার নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয়ের জন্য প্রযোজ্য:

i. বিমাকৃত ব্যক্তির বয়স
ii. বিমাকৃত ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা
iii. বিমাকৃত অর্থের পরিমাণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

১২. কোন্‌টি জীবন বিমার চুক্তির অপরিহার্য উপাদানের আওতাভুক্ত:

i. বিমাযোগ্য স্বার্থ
ii. সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক
iii. স্থলাভিষিক্তকরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১১.৫ সমর্পণ মূল্য, পুনঃবিমা ও দ্বৈতবিমা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সমর্পন মূল্যের ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন।
- সমর্পন মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি বলতে পারবেন।
- সমর্পন মূল্য পরিশোধের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- পুনঃবিমার সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন;
- পুনঃবিমার পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;

সমর্পণ মূল্য

সমর্পন মূল্যের সংজ্ঞা (Definition of Surrender Value) ঃ

জীবন বিমার ক্ষেত্রে শেষ কিস্তি বা মৃত্যু পর্যন্ত প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়। কিন্তু কোন কারণে যদি বিমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক প্রিমিয়াম দেওয়ার পর কিস্তি পরিশোধে অপারগ হয় বা পলিসি চালাতে না চায়, তবে সেক্ষেত্রে বিমাকারীর নিকট সে তার প্রদত্ত প্রিমিয়ামের টাকা দাবী করতে পারে এবং বিমা কোম্পানি তাদের চুক্তি অনুযায়ী প্রিমিয়ামের টাকা ফেরত দেয়। চুক্তি অনুযায়ী যে পরিমাণ টাকা এক্ষেত্রে ফেরত পাবে তাকে সমর্পন মূল্য বলে। "যদি বিমাকৃত ব্যক্তি তার বিমা পত্রের কিস্তি পরিশোধ করে বিমাপত্র চালু রাখতে অসমর্থ হন, তা হলে তিনি তাঁর বিমাপত্রটি বিমাকারীর কাছে সমর্পন করতে পারেন এবং সমর্পন করে কিছু মূল্য আদায় করতে পারেন। একে সমর্পন মূল্য বলে।

সমর্পন মূল্য হলো পরিশোধিত প্রিমিয়ামের সেই অংশ যা বিমাপত্রটি সমর্পনের সময় বিমাগ্রহীতাকে ফেরত প্রদান করা হয়। এবার আসুন, সমর্পনমূল্য পরিশোধের পদ্ধতি জেনে নিই।

সমর্পন মূল্য পরিশোধের পদ্ধতিসমূহ (Ways of Payment of Surrender Values) ঃ নিচে সমর্পন মূল্য পরিশোধ করার পদ্ধতিগুলো আলোচনা করা হলো :

সমর্পন মূল্য নগদ অর্থে পরিশোধ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বিমাকারীর আর কোন দায় থাকে না এবং সমর্পন মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হয়। তবে বিমাগ্রহীতা তাৎক্ষণিকভাবে আর্থিক সুবিধা পায় বলে এ পদ্ধতি অধিকতর জনপ্রিয়। অন্ততঃ দু'বছর প্রিমিয়াম প্রদান করা হলে বিমাপত্রটি সম্পূর্ণ বাতিল হয় না। কিন্তু আনুপাতিকহারে হ্রাস করে বিমাগ্রহীতাকে সমর্পন মূল্য প্রদান করা হয়।

পুনঃবিমা (Reinsurance)

যখন একজন বিমাকারী তাঁর বিমাকৃত বিষয়বস্তু অন্য বিমাকারীর নিকট বিমা করে, তখন তাকে পুনঃবীমা বলে। এক্ষেত্রে প্রথম বিমাকারী বিমাগ্রহীতা এবং ২য় বিমাকারী পুনঃবিমাকারী বলে গণ্য হবে। যখন একজন বিমাকারী কোন বিষয়বস্তুর বিমা গ্রহণ করার পর মনে করে তাঁর পক্ষে সব ঝুঁকি এককভাবে বহন করা সম্ভব নয়, তখন নিজে বিমাকারী বিমাগ্রহীতা হয়ে তাঁর বিমাকৃত বিষয়বস্তু অন্য একটি বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করে। মূল উদ্দেশ্য ঝুঁকি হ্রাস করা। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, 'ক' একটি বিমাকারী প্রতিষ্ঠান। 'ক' তার বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ঝুঁকি একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয় মনে করে 'খ' নামক অন্য একটি বিমা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিমা করল। এটাকে পুনঃবিমা বলা হবে। "ক" কোম্পানী এখানে বিমাগ্রহীতা এবং "খ" কোম্পানি এখানে পুনঃবিমাকারী। সুতরাং পুনঃবিমা হল বিমার উপর বিমা।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মূল বিমাগ্রহীতার সাথে পুনঃবিমাকারীর কোন সম্পর্ক নেই। মূল বিম গ্রহীতা ও আদি বিমাকারীর মধ্যে যে চুক্তি হবে, সে চুক্তির শর্তাবলী দ্বারা পুনঃবিমা নিয়ন্ত্রিত হবে। কোন কারণে প্রথম চুক্তি বাতিল হলে পুনঃবিমা চুক্তিও বাতিল বলে গণ্য হবে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পুনঃবিমার ক্ষেত্রে বিমা প্রতিষ্ঠান নিজের ঝুঁকি কমাতে সক্ষম হয়। বিমাকৃত অংশের পুরোটা অথবা আংশিক বিমা পুনঃবিমা করা যেতে পারে। পুনঃবিমা এক সাথে বিমা কোম্পানি, বিমাকারী এবং সামগ্রিকভাবে বিমাকারীর স্বার্থ রক্ষা করে। পুনঃবিমার মাধ্যমে বিমা প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক ব্যবসায়িক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়।

পুনঃবিমা সম্পর্কে আমরা ধারণা পেলাম। এবার আসুন, কী কী কারণে পুনঃবিমা হয়ে থাকে তা বিস্তারিত জেনে নেই।

পুন:বিমা করার কারণসমূহ

(ক) নমনীয়তা (Flxibelity)ঃ পুনঃবিমা ছাড়া বিমা কোম্পানি বড় ধরনের ঝুঁকি গ্রহণ করতে পারে না; ফলে সামগ্রিক ঝুঁকি ব্যবসা সংকুচিত হবে। কিন্তু পুনঃবিমা এ ধরনের পরিস্থিতি দূর করতে পারে। বিমা কোম্পানি বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হলেও ব্যবসাটি গ্রহণ করবে; কেননা নিজের ঝুঁকিটি আবার অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায়। এভাবে নমনীয়তার কারণেই পুনঃবিমা চালু রয়েছে।

(খ) উন্নয়ন (Development)ঃ বিমা কোম্পানি যদি নিজের ঝুঁকির কারণে অতিরিক্ত ব্যবসা গ্রহণ না করে, তাহলে বড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারবে না। ধরুন, একটি ইন্সুরেন্স কোম্পানির কাছে জাপানে পণ্য প্রেরণের বড় একটি চালানের ইন্সুরেন্স করার প্রস্তাব আসলো। এখন যদি কোম্পানিটি এ ব্যবসাটি গ্রহণ না করে তাহলে লাভ কম হবে; আবার ঝুঁকি বেশি হওয়ার কারণে দেওলিয়া হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে পুনঃবিমার মাধ্যমে ঝুঁকির পরিমাণ কমিয়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিজের ব্যবসার উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

(গ) স্থিতি পুঞ্জীভূতকরণ **(Accumulation)**ঃ ধরুন, একজন ব্যবসায়ী একটি জাহাজে করে বিভিন্ন ধরনের পণ্য বিদেশে প্রেরণ করছে। এখন যদি প্রতিটি আইটেমের জন্য সে আলাদা আলাদাভাবে বিমা করে তাহলে তার খরচ বেশি পড়বে। এ ক্ষেত্রে সে সবগুলো পণ্যের বিমা এক সাথে করতে পারে। এ ক্ষেত্রে তার খরচ এবং প্রশাসনিক ঝামেলা কমে যাবে। এ ধরনের অবস্থায় বিমা কোম্পানি পুনঃবিমা করে ঝুঁকি কমাতে পারে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পুনঃবিমা ঝুঁকির স্থিতি পুঞ্জীভূত করতে সহায়তা করে।

দ্বৈতবিমা (Double Insurance)

যদি কোন বিমাগ্রহীতা একই বিষয়বস্তুর উপর দুটি বিমা কোম্পানির সাথে পৃথক পৃথক বিমা চুক্তি করেন, তাহলে তাকে যুগ্ম বা দ্বৈত বিমা বলা হয়। ধরুন, জনাব আ: রহিম তাঁর একটি বাড়ি 'ক' কোম্পানির সাথে ৫,০০,০০০ টাকায় বিমা করল। তারপর উক্ত বাড়িটি খ কোম্পানির সাথে ৪,০০,০০০ টাকায় পূনরায় একটি বিমা চুক্তি করল। এটি একটি যুগ্ম বিমার উদাহরণ। মনে করুন, বাড়িটি আগুনে আংশিক পুড়ে গেল এবং তাতে ২,০০,০০০ টাকার ক্ষতি হলো। জনাব আ: রহিম উভয় কোম্পানির নিকট থেকে মোট (১,০০,০০০+১,০০,০০০)=২,০০,০০০ ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবেন। তিনি ক্ষতির বেশি টাকা দাবী করতে পারবেন না । কারণ বিমা একটি ক্ষতি পূরণের চুক্তি। কাউকে বিমা থেকে লাভ করতে দেওয়া হয়না। শুধু ক্ষতিপূরণ করা হয়। কিন্তু জীবন বিমার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম। মানুষের জীবন যেহেতু টাকার দ্বারা পরিমাপ করা যায় না, তাই যত টাকার বিমা করা হয় তত টাকাই তিনি পাবেন। যেমন ধরুন, জনাব জাহিদ দুটি বিমা কোম্পানির সাথে তার জীবনের উপর পৃথক দুটি (ক কোম্পানির সাথে ২,০০,০০০ টাকা; খ কোম্পানির সাথে ৩,০০,০০০ টাকা) ৫,০০,০০০ টাকার বিমাপত্র গ্রহণ করলেন। যদি তিনি বিমার মেয়াদ চলাকালে মারা যান, তবে তার নোমিনি (২,০০,০০০+৩,০০,০০০)=৫,০০,০০০ টাকা দুটি কোম্পানি থেকে পাবেন।

সাধারণত: জীবন বিমার ক্ষেত্রে দ্বৈতবিমা অধিক প্রচলিত ও লাভজনক। কিন্তু নৌ, অগ্নি প্রভৃতি বিমা যেহেতু ক্ষতিপূরণের চুক্তি, তাই প্রকৃত ক্ষতির বেশি ক্ষতিপূরণ পাবে না বিধায় এক্ষেত্রে দ্বৈত বিমা লাভজনক নয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	

সারসংক্ষেপঃ

জীবন বিমার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কিস্তি শেষ বা মৃত্যু পর্যন্ত প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়। কিন্তু কোন কারণে যদি বিমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট সংখ্যক কিস্তি পরিশোধ করার পর কিস্তি পরিশোধে অপারগ হয় বা কিস্তি চালিয়ে যেতে না চায় তবে সেক্ষেত্রে বিমাকারীর নিকট সে তার প্রদত্ত প্রিমিয়ামের টাকা দাবী করতে পারে এবং বিমা কোম্পানি তাদের চুক্তি অনুযায়ী প্রিমিয়ামের টাকা ফেরত দেয়। চুক্তি অনুযায়ী যে পরিমাণ টাকা এক্ষেত্রে ফেরত পাবে তাকে সমর্পন মূল্য বলে। যখন একজন বিমাকারী তাঁর বিমাকৃত বিষয়বস্তু অন্য বিমাকারীর নিকট বিমা করে তখন তাকে পুনবষ্টীমা বলা হয়। যদি কোন বিমাগ্রহীতা একই বিষয়বস্তুর উপর দুটি বিমা কোম্পানির সাথে পৃথক পৃথক বিমা চুক্তি করেন, তাহলে তাকে যুগ্ন বা দ্বৈত বিমা বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন বিমার মধ্যে দিয়ে উপমহাদেশে বিমার যাত্রা শুরু হয়?
   ক. জীবন বিমা খ. নৌ-বিমা
   গ. অগ্নি বিমা ঘ. দুঘটনা বিমা

২. বাংলাদেশে কত সালে বেসরকারি খাতে বিমা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদান করে?
   ক. ১৯৮৪ খ. ১৯৮৩
   গ. ১৯৮৫ ঘ. ১৯৮৬

৩. বিমার বিষয়বস্তু হল-
   ক. মানুষের গাড়ি ও সম্পদ খ. মানুষের অর্থ ও সম্পদ
   গ. মানুষের জীবন ও সম্পত্তি ঘ. প্রতিষ্ঠান ও সম্পদ

৪. কোনটি ঝুঁকির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা?
   ক. বিমা খ. বিমা কোম্পানি
   গ. বিমাকারী ঘ. বিমা গ্রহীতা

৫. বিমার প্রথম ও প্রধান কাজ হল-
   ক. সম্ভাব্য ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক নিরাপত্তা বিধান খ. সম্ভাব্য ক্ষতির বিপক্ষে প্রতিশ্রুতি প্রদান
   গ. সম্ভাব্য ক্ষতির আগাম প্রতিরক্ষার বিধান করা ঘ. সম্ভাব্য ক্ষতির আগাম প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা

৬. আর্থিকভাবে পরিমাপযোগ্য ক্ষতি সংগঠনের সম্ভাবনাকে কী বলে?
   ক. ক্ষতির সম্ভাবনা খ. ঝুঁকি
   গ. ক্ষতির আগাম ঘ. ক্ষতির সম্ভাব্যতা?

৭. বিমা চুক্তিতে কয়টি পক্ষ থাকে?
   ক. ১ খ. ২
   গ. ৩ ঘ. ৪

৮. ঝুঁকি গ্রহণের বিনিময় মূল্যকে কী বলে?
   ক. প্রিমিয়াম খ. বোনাস
   গ. বৃত্তি ঘ. অধিবৃত্তি

৯. ঝুঁকি গ্রহণকারী পক্ষকে কী বলা হয়?
   ক. বিমাকারী
   খ. বিমা গ্রতীতা
   গ. নমিনি
   ঘ. দায় গ্রহণকারী

১০. কোনটি বিমা চুক্তির বৈশিষ্ট্য নয়?
   ক. নিশ্চিত ক্ষতি
   খ. প্রিমিয়াম
   গ. লিখিত
   ঘ. বৈধ চুক্তি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. জীবন বিমার সংজ্ঞা দিন।
২. জীবন বিমার বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?
৩. কোন পলিসি কাদের জন্য প্রযোজ্য বলে আপনি মনে করেন।
৪. কখন বিমার দাবী উত্থাপন করা হয়?
৫. নিখোঁজ বিমা গ্রহীতার দাবীপূরণ কিভাবে করা হয়?
৬. ব্যক্তিগত দুর্ঘটনায় বিমার দাবী পরিশোধের নিয়ম কি?
৭. মৃত্যুহার পঞ্জি কাকে বলে?
৮. মৃত্যুহার পঞ্জির গুরুত্ব কি?
৯. বৃত্তি ব্যবস্থা কি?
১০. বৃত্তি ব্যবস্থা কাদের জন্য প্রযোজ্য?
১১. কেন বৃত্তি ক্রয় করা হয়?
১২. প্রিমিয়াম নির্ধারণের পদক্ষেপগুলো কী কী?
১৩. জীবন বিমার শ্রেণিবিভাগের বিভিন্ন ভিত্তিগুলো কী কী?
১৪. মেয়াদী বিমা কাদের জন্য প্রযোজ্য?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জীবন বিমা চুক্তির সংজ্ঞা দিন। জীবন বিমার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।
২. জীবন বিমার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৩. জীবন বিমার শ্রেণিবিন্যাস সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৪. বিভিন্ন ধরনের মেয়াদী বিমার ব্যাখ্যা করুন।
৫. জীবন বিমা সম্পাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
৬. জীবন বিমা দাবী আদায় পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
৭. সাময়িক বিমাপত্র কাদের জন্য বেশি উপযোগী?
৮. সাধারণ মেয়াদী বিমার সুবিধাগুলো বর্ণনা করুন।
৯. প্রিমিয়াম কাকে বলে?
১০. প্রিমিয়াম নির্ধারণের বিবেচ্য উপাদানগুলো বর্ণনা করুন।
১১. বোনাস কাকে বলে। বোনাস কত প্রকার ও কি কি? বর্ণনা করুন।
১২. বার্ষিক বৃত্তি কাকে বলে?
১৩. বার্ষিক বৃত্তির শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করুন।
১৪. জীবন বিমা ও বার্ষিক বৃত্তির মধ্যে পার্থক্য করুন।
১৫. মৃত্যুহার পঞ্জি কাকে বলে। মৃত্যুহার পঞ্জির বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন। একটি মৃত্যুহার পঞ্জির নমুনা দেখান।
১৬. সমর্পন মূল্য কাকে বলে?
১৭. সমর্পন মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
১৮. সমর্পন মূল্য কতভাবে প্রদান করা যায় বর্ণনা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জনাব ফরিদ একজন কাপড় ব্যবসায়ী। দু'জন অংশীদার মিলে খুব সফলভাবে তাদের ব্যবসায় পরিচালনা করছেন। একদিন তিনি হঠাৎ করেই তার বন্ধুর মৃত্যুর খবর শুনলেন। তিনি একই সাথে দুঃখিত ও চিন্তিত হলেন। কারণ তার বন্ধুর মৃত্যুর কারণে পরিবারটির ওপর দুর্যোগ নেমে এসেছে। তাই জনাব ফরিদ একটি বিমা কোম্পানিতে গিয়ে বিমাপত্র গ্রহণ করতে চাইলেন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে।

ক. মানব-জীবন সংশ্লিষ্ট বিমা চুক্তি কোনটি?

খ. জীবন বিমার ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম কীভাবে নির্ধারিত হয়?

গ. জনাব ফরিদের জন্য কোন্ ধরনের বিমাপত্র উপযুক্ত হবে? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. জনাব ফরিদ উক্ত বিমাপত্রটির মাধ্যমে কী কী সুবিধা পেতে পারেন বলে আপনি মনে করেন?

২. কলি তার বন্ধুদের সাথে একটি জীবন বিমাপত্র ক্রয় করলো। কিছুদিন পর সে প্রিমিয়ামের অর্থ প্রদান করতে না পারায় বিমা কোম্পানির শরণাপন্ন হলো। বিমা কোম্পানি কলিকে জানালো যে, এখন সে তার বিমাপত্রটি বিমা কোম্পানিকে সমর্পণ করলে, কোম্পানি কলিকে একটি নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করবে।

ক. বিমা পলিসি সমর্পণের বিনিময় মূল্য কী?

খ. কখন বিমাকারী জীবন বিমাপত্র সমর্পণ করে? ব্যাখ্যা দিন।

গ. কলিকে বিমা কোম্পানি কেন মূল্য পরিশোধ করলো? বর্ণনা করুন।

ঘ. বিমা কোম্পানি নির্দিষ্ট মূল্য কলিকে প্রদানের দ্বারা কী উপকৃত হবে? বিশ্লেষণ করুন।

৩. সিদ্দিক সাহেব অগ্নি বিমা কোম্পানির সাথে জীবনবিমা চুক্তি করেছিলেন। অগ্নি বিমা কোম্পানি পর্যবেক্ষণ করে দেখলো যে, তাদের গৃহীত ঝুঁকির পরিমাণ সামর্থ্যের তুলনায় অত্যধিক এবং যেকোনো ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই তারা অন্য আরেকটি বিমা কোম্পানিকে সিদ্দিক সাহেবের জীবনবিমাটি নতুন একটি চুক্তির মাধ্যমে হস্তান্তর করলো।

ক. কোন্ বিমার ক্ষেত্রে পুনঃচুক্তি সম্পাদিত হয়?

খ. কখন একটি বিমা কোম্পানি অন্য আরেকটি বিমা কোম্পানির সাথে পুনরায় বিমা করে? ব্যাখ্যা করুন।

গ. সিদ্দিক সাহেবের জীবন বিমাটি বিমা কোম্পানি কেন অন্য বিমা কোম্পানিকে হস্তান্তর করল? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. সিদ্দিক সাহেবের জীবন বিমাপত্রের ঝুঁকিকে অগ্নি বিমা কোম্পানি কীরূপে মূল্যায়ন করলো বলে আপনি মনে করেন?

৪. এনামুল সাহেব SIBL বিমা কোম্পানির সাথে একটি জীবন বিমা চুক্তি করলো। এ বিমাপত্রের চুক্তিতে তিনি উল্লেখ করলেন যে, তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী টাকা পাবে। SIBL বিমা কোম্পানি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়াম গ্রহণের বিনিময়ে এনামুল সাহেবকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়ে বিমা চুক্তি করলো।

ক. জীবন বিমা চুক্তিতে কয়টি পক্ষ থাকে?

খ. বিমা চুক্তির ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন্ ধরনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়? ব্যাখ্যা করুন।

গ. এনামুল সাহেবের বিমাপত্রটিতে কী কী বিষয় উল্লেখ আছে? বর্ণনা করুন।

ঘ. আপনি কি মনে করেন এনামুল সাহেব এ বিমাপত্রটি গ্রহণ করে উপকৃত হবেন? মতামত দিন।

৫. ইকবাল সাহেব একজন সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন। তিনি তার নামে একটি জীবন বিমাপত্র খুলেছিলেন। এক মাস আগে হৃদরোগজনিত কারণে তার মৃত্যু হয়। তার পরিবার বিমা কোম্পানির নিকট শরণাপন্ন হলে বিমা কোম্পানি ইকবাল সাহেবের স্ত্রী হেনার কাছ থেকে তথ্যাদি জানতে চায়। বিমা কোম্পানি সকল তথ্য বিশ্লেষণ করে হেনাকে অর্থ প্রদান করে।

ক. প্রিমিয়াম কী?

খ. জীবন বিমার প্রিমিয়াম কীভাবে পরিশোধ করা হয়?

গ. কোম্পানি হেনার কাছে কোন্ ধরনের বিষয় সম্পর্কে জানতে চায়? বর্ণনা করুন।

ঘ. ইকবাল সাহেবের স্ত্রী হেনাকে বিমা কোম্পানি বিমাকৃত অর্থ কীভাবে প্রদান করলো? বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.১ :	১.খ	২.গ	৩.গ	৪.গ	৫.গ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.২ :	১.ক	২.খ	৩.গ	৪.গ				
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৩ :	১.ঘ	২.ঘ	৩.গ	৪.ক	৫.খ	৬.ক	৭.খ	৮.খ
	৯.খ	১০.ঘ	১১.ঘ	১২.খ	১৩.ঘ	১৪.খ	১৫.ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৪ :	১.গ	২.খ	৩.গ	৪.গ	৫.খ	৬.গ	৭.ক	৮.ঘ
	৯.ক	১০.গ	১১.খ	১২.ক				
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৫ :	১.ক	২.ক	৩.গ	৪.ক	৫.ক	৬.খ	৭.খ	৮.ক
	৯.ক	১০.ক						